PRINT

সমকাল

ঢাবিতে ঘেরাও কর্মসূচিতে ছাত্রলীগের হামলা

চিরকুটে ভর্তি

১৩ ঘণ্টা আগে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি সংগঠনের ঘেরাও কর্মসূচিতে হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগ। ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের ৩৪ নেতাকর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মবহির্ভূতভাবে ভর্তির প্রতিবাদে গতকাল বুধবার দুপুরে ব্যবসায় অনুষদের ডিন কার্যালয় ঘেরা করতে গেলে ওই হামলা হয়। এতে এক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সহকারী প্রক্টর ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও তারা হামলাকারীদের নিবৃত্ত করতে পারেননি। তবে ছাত্রলীগ হামলার অভিযোগ অস্বীকার করে একে নাটক বলে মন্তব্য করেছে। 'দুর্নীতি ও জালিয়াতির বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' ব্যানারে ওই কর্মসূচিতে কয়েকটি বাম ছাত্র সংগঠন, কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ

সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ ও স্বতন্ত্র জোটের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। হামলার প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার আবারও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

আন্দোলনকারীরা ভর্তি জালিয়াতির ঘটনায় উপাচার্য অধ্যাপক আখতারুজ্জামান ও ব্যবসায় অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলামকে অভিযুক্ত করে তাদের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন। এ ছাড়া জালিয়াতির মাধ্যমে ভর্তি হওয়া ডাকসু ও হল সংসদের নেতাদের অপসারণ এবং অভিযুক্তদের ছাত্রত্ব বাতিল, রোকেয়া হলে দুর্নীতিতে অভিযুক্ত প্রাধ্যক্ষ জিনাত হুদার পদত্যাগ ও হল সংসদের ভিপি-জিএসের অপসারণের দাবিও করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ব্যবসায় অনুষদের ডিন কার্যালয় ঘেরাও করেন আন্দোলনকারীরা। একই সময় নিয়মিত শিক্ষার্থীদের স্বার্থ সংরক্ষণকারী সকল নিয়ম বহাল রাখার দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দের ব্যানারে ব্যবসায় অনুষদের ডিন বরাবর স্মারকলিপি দিতে যান ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। তখন ডিন কার্যালয়ের সামনে পাল্টাপাল্টি অবস্থান নেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ও অন্যান্য আন্দোলনকারীরা। এ সময় উভয় পক্ষ নিজ নিজ দাবির পক্ষে স্লোগান দিতে থাকে। একপর্যায়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলকারীদের মারধর শুরু করলে আন্দোলনকারীরা ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যান।

পরে ওই হামলার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হলে এতে যোগ দেন ডাকসুর ভিপি নুরুল হক নুর। তিনি ব্যবসায় অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করে ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন। পরে তারা ওই ডিনকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন।

ভিপি নুর বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক বছর ধরে অশুভ তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক আন্দোলন দমন করতে তারা ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করছে। এ রকম ঘটনা অনেক ঘটেছে কিন্তু কোনো বিচার হয় না। এ হামলার বিচার পেতে প্রয়োজনে রাজপথে থেকে আন্দোলনের ঘোষণা দেন তিনি।

এদিকে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা চার দাবিতে ব্যবসায় অনুষদের ডিন বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন। মুহসীন হল সংসদের ছাত্রলীগের প্যানেল থেকে নির্বাচিত জিএস মেহেদী হাসান মিজানের নেতৃত্বে ওই স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তবে আন্দোলনকারীদের দাবি, ছাত্রলীগের ওই নেতার নেতৃত্বেই হামলা চালানো হয়েছে। হামলাকারীরা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসাইনের অনুসারী।

অবশ্য সাদ্দাম হোসাইন এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'ছাত্রলীগ পাওয়ার পলিটিক্স নয়, পলিসি পলিটিক্সে বিশ্বাস করে। ছাত্রলীগ কোনো হামলা করেনি।' ক্যাম্পাসে তার কোনো অনুসারীও নেই। পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি দেরিতে শুরু করে হামলার নাটক সাজানো হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. একেএম গোলাম রব্বানী বলেন, প্রক্টরিয়াল বডির পক্ষ থেকে দুই পক্ষকেই সংযত থাকতে বলা হয়েছে। মূলত সীমা লঙ্ঘনের প্রবণতা থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থলে প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা দুই পক্ষকেই সংযত করার চেষ্টা করেছেন।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com